রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকালীন আরবের অবস্থা ও তাঁর মক্কী জীবন
[বাংলা – Bengali – بنغالي[

মো. আব্দুল কাদের

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1434

حالة العرب عند مبعث النبي وحياته المكية

« باللغة البنغالية »

د. محمد عبد القادر

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1434

IslamHouse.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকালীন আরবের অবস্থা ও তাঁর মক্কী জীবন

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ দা‘ঈ বা আহ্বানকারী। মহান আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে সত্য দীন সহকারে মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের পথ নির্দেশক হিসেবে সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক রূপে পাঠিয়েছেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে নয় বরং জন্মলগ্ন থেকেই তিনি ছিলেন আদর্শের মূর্ত প্রতীক। বাল্যকাল থেকেই তিনি সে আদর্শ প্রচার-প্রসারের জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাকে প্রস্তুত করতে থাকেন। চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় তিনি ছিলেন এক অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী আদর্শবান বালক। আল্লাহ প্রথম থেকেই তাঁকে মহান দা‘ওয়াতের জন্য উত্তম চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষন দিয়েছেন। অতএব, তাঁর দা‘ওয়াত ছিল হিকমত ও কৌশলপূর্ণ। ক. সমকালীন আরবের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা

ইসলাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। এটি এক আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বিক বিষয়ে তাঁর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। যুগে যুগে প্রেরিত

[illegible][1]
[illegible],

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ١٩ ﴾ [ال عمران: ١٩]

"[illegible]"

[illegible],

﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥ ﴾ [ال عمران: ٨٥]

---

[1] [illegible]

“আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করবে তা কখনো আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য হবে না। আর আখেরাতের জীবনে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভুক্ত হবে।”

2

কিন্তু এ দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রাসূলগণের সময়ে বিকৃত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। ফলে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে বিভিন্ন রকমের জাহেলী কুসংস্কারে এটি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এসময়ে বিভিন্ন ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। পূর্ববতী নবী-রাসূলগণের অনুসারীদের মধ্য হতে বিকৃত, পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক প্রভৃতি জাতি ও গোষ্টীর সূচনা হয়। এ গুলো বিশেষত: আরব, রোম, পারস্য, হিন্দুস্থান ও চীনদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

3 এ ধরনের অধঃপতনের
অন্যতম কারণ ছিল ঈসা ‘আলাইহিস সালাম-এর পৃথিবী থেকে উত্থিত হয়ে যাওয়ার পর হতে ৫৭০ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো নবী-রাসূলের

2 আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান: ১৯।
3 ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, মানহাজুদ দা‘ওয়াহ ওয়াদ দু‘আত ফিল কুরআনিল কারীম, (অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৮), পৃ. ৮৭৬।
5

আবির্ভাব না হওয়া।[4] ঐতিহাসিকগণ সে সময়কে আইয়্যামে জাহেলিয়্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন।[5] আইয়্যাম অর্থ যুগ, দিন বা সময়। আর জাহেলিয়্যা অর্থ মূর্খতা, অজ্ঞতা ও সভ্যতা বিবর্জিত। রূপক অর্থে কুসংস্কার, বর্বরতা, ধর্মহীনতা।[6] রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আবির্ভাব কিংবা হিজরতের পূর্বে এক শতাব্দী আরব অধিবাসীদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ওহী সমর্থিত ছিল না বিধায় ঐ সময়টাকে আইয়ামে জাহেলিয়্যাহ বলা হয়।[7]

---

[4] তাহের সূরাটী, *□□□□□□□□□□*, ৫১৫।

[5] ড. ওসমান গনী, *□□□□□□□*, (কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৬), পৃ. ১০৯ ; মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, *□□□□□□□□ □□□□*, (কলিকাতা : রনি এন্টারপ্রাইজ, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ১৪৯ ; ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবন চরিত, অনু: মাওলানা আব্দুল আউয়াল, (ঢাকা : ইসলামিক ফাইন্ডেশন, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৮১ ; P.K Hitti, *History of the Arabs*, (London : Macmillan Education Ltd, 1986), p. 3 .

[6] ড. ইবরাহীম মাদকুর, আল-মু’জামুল ওসীত, (দেওবন্দ : ইউপি, তা.বি) পৃ. ১৪৪ ; মনির আল-বা’লাবাক্কি, আল-মাওরিদ, (বৈরুত : দারুল ইলম্ লিল মালাঈন, ১৯৭৬ খৃ.), পৃ. ২৪৮ ; Thomas Patrick, Dictionary of Islam, (India: Cosmo Publication, 1986), opcit, p. 224.; আল-কুরআনে জাহেলিয়্যাহ শব্দটি চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, ৩:১৫৪ ; ৫:৫০ ; ৩৩: ৩৩ ; ৪৮: ২৬।

[7] P.K Hitti, *History of the Arabs*, (London : Macmillan Education Ltd, 1986), p.87 .

6

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আবির্ভাবের সময় তৎকালীন আরব ধর্মীয় দিক থেকে সবচেয়ে খারাপ ও নিকৃষ্ট অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল। এসময় তাদের ধর্ম বিশ্বাসে শির্ক, মুর্তিপূজা, গ্রহ-নক্ষত্র, দেব-দেবী, পাহাড়-পর্বত, পশু-পক্ষী, পাথর, ইত্যাদির উপাসনা বিরাজমান ছিল। এভাবে মানুষ এক আল্লাহর স্থলে বহু প্রভূর উপাসনার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমকালীন আরবের ধর্মীয় অবস্থাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে বিশ্লেষণ করা যায়,

১. শির্কের প্রচলন

শির্ক -এর শাব্দিক অর্থ অংশীদার স্থাপন করা, ঈমান কিংবা ইবাদতে অংশীদার করা, বহুইশ্বরবাদ।[৪] যারা আল্লাহর ইবাদতের সাথে অন্যকে শরীক করে, শির্ক স্থাপন করে, তাদের মুশরিক বলা হয়। এটা তাওহীদের বিপরীত। তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করত না; বরং তাঁর ইবাদতের সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করত। এমর্মে কুরআন মাজীদে এসেছে:

﴿ وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٦١ ﴾ [العنكبوت: ٦١]

---

[৪] ড. মুহাম্মদ ফজলূর রহমান, *□□□□□□□□□□*, পৃ. ৪৩১।

7

“[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted][15]

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

প্রচলন করেছিলেন।[16] অবশ্য তার পূর্বেই নূহ ‘আলাইহিস সালাম -এর সময়ে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার সূচনা হয়।[17] তাদের দেবতাদের মধ্যে ‘লাত’ ‘মানাত’ ও ‘উয্যা’ ছিল প্রসিদ্ধ ও প্রধান মূর্তি। এছাড়াও তারা ‘ইসাফ’ ও

---

[16] সর্বপ্রথম ‘কাওমে নূহ’ মূর্তিপূজার প্রচলন করেছিল। তারা ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়া ‘উক ও নসর নামক মূর্তির পূজা করত। এ মর্মে কুরআনে এসেছে

﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ٢٣ ﴾ [نوح: ٢٣]

“তারা বলল, তোমরা ছাড়বে না তোমাদের উপাস্যদের এবং তোমরা ওয়াদ্দ, সূওয়া, ইয়াগুছ, ইয়া ‘উক ও নসরের উপাসনা পরিত্যাগ করবে না।” আল-কুরআন, সূরা নূহ : ২৩।

ওয়াদ ছিল ‘কালব’ গোত্রের দেবতা, ‘সুওয়া’ ‘হুযাইল’ গোত্রের, ‘ইয়াগুছ’ ‘মায্যাহ’ গোত্রের, ‘ইয়া ‘উক’ ইয়ামেনের ‘হামদান’ গোত্রের এবং ‘নাসর’ ইয়ামেন অঞ্চলের ‘হিমইয়ার’ গোত্রের দেবতা ছিল। (ড. জামীল আব্দুল্লাহ আল-মিসরী, *□□□□□□□□ □□‘□□□□ □□-□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□*, (মদীনা মুনওয়ারা : মাকতাবাতুদ দার, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ৩১।

[17] এ মর্মে কুরআন মাজীদে এসেছে

أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ ١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلۡأُخۡرَىٰ ٢٠ ﴾ [النجم: ١٩، ٢٠] ﴿

“তোমরা কি ভেবে দেখছো ‘লাত’ ও ‘উয্যা’ সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি ‘মানাত’ সম্পর্কে?” আল-কুরআন, সূরা আন্ নাজম : ১৯-২০।

লাত: চারকোণ বিশিষ্ট একটি পাথরের মূর্তি, যার চতুষ্পার্শে আরবরা তাওয়াফ করতো। এটি তায়েফে স্থাপন করা হয়েছিল। (আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপূরী, *□□ □□□□□□□□ □□□□□□□*, অনু: খাদিজা আক্তার রেজায়ী, (ঢাকা : আল-কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ৯ম সংস্করণ, ২০০৩), পৃ. ৫১)।

মানাত : কালো পাথরে নির্মিত মূর্তি, যা লোহিত সাগরের উপকূলে কোদাইদ এলাকার মুসাল্লাল নামক জায়গায় স্থাপন করা হয়েছিল। (প্রাগুক্ত)

11

‘নায়েলা’ নামক মূর্তিরও উপাসনা করত।

18 এসব
মূর্তির অনুসরণে স্বল্প সময়ের মধ্যে হেজাজের সর্বত্র শির্কের আধিক্য এবং মূর্তি স্থাপনের হিড়িক পড়ে যায়। প্রত্যেক গোত্র পর্যায়ক্রমে মক্কার ঘরে ঘরে মূর্তি স্থাপন করে। পবিত্র কা‘বা গৃহেই ৩৬০ টি দেবতার মূর্তি ছিল। ৩৬০ দিনে হয় এক বছর। তারা প্রত্যেক দিনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট মা‘বুদের পূজা করত।

19 মক্কার
অলিতে-গলিতে মূর্তি ফেরী করে বিক্রি করা হত। দেহাতী লোকেরা এটা পছন্দ করত, খরিদ করত এবং এর দ্বারা আপন ঘরের সৌন্দর্য্য বর্ধন করত।

20 এছাড়াও পৌত্তলিকরা বিভিন্নভাবে উল্লেখিত মূর্তির উপাসনা করত। যেমন,

ক. তারা মূর্তির সামনে নিবেদিত চিত্তে বসে থাকত এবং তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করত। তাদেরকে জোরে জোরে ডাকত এবং

উয্যা: উয্যা ছিল ‘আরাফাতের নিকটবর্তী ‘নাখলা’ নামক স্থানের মূর্তি। কুরাইশদের নিকট এ মূর্তিটি সর্বাধিক সম্মানিত ছিল।
18 ইসাফ’ ছিল কা‘বাঘর সংলগ্ন। আর ‘নায়েলা’ ছিল যমযমের কাছে। কুরায়শরা কা‘বা সংলগ্ন মূর্তিটাকেও অপর মূর্তির কাছে সরিয়ে দেয়। এটা ছিল সে জায়গা যেখানে আরবরা কুরবানী করত। (সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, নবীয়ে রহমত, অনু: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, (ঢাকা ও চট্টগ্রাম: মজলিস নাশরাত-ই-ইসলাম, ১৯৯৭ খৃ), পৃ. ১১১।
19 তাহের সূরাটী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫।
20 সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।
12

প্রয়োজনপূরণ, মুশকিল আসান বা সমস্যার সমাধানের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করত।

খ. মূর্তিগুলোর উদ্দেশ্যে হজ্ব ও তওয়াফ করতো। তাদের সামনে অনুনয় বিনয় এবং সিজদায় উপনীত হতো।

গ. মূর্তির নামে নযর-নেওয়ায ও কুরবানী করত। এমর্মে কুরআনে এসেছে, “তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে সেসব জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নিয়ে যবাই করা হয়েছে হয়।”[21]

ঘ. মূর্তির সন্তুষ্টি লাভের জন্য পানাহারের জিনিস, উৎপাদিত ফসল এবং চতুষ্পদ জন্তুর একাংশ মূর্তির জন্য তারা পৃথক করে রাখতো। পাশাপাশি আল্লাহর জন্যেও একটা অংশ রাখতো। পরে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহর জন্য রাখা অংশ মূর্তির কাছে পেশ করতো। কিন্তু মূর্তির জন্য রাখা অংশ কোন অবস্থায়ই আল্লাহর কাছে পেশ করতো না।[22]

---

[21] আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা : ৩।

[22] আল্লাহ বলেন,

﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلۡحَرۡثِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ نَصِيبٗا فَقَالُواْ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعۡمِهِمۡ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَاۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمۡ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمۡۗ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ١٣٦﴾ [الانعام: ١٣٦]

“আল্লাহ যেসব শষ্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তারা আল্লাহর জন্যে একাংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা

13

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নৈতিক ও চারিত্রিক দিক থেকে তাদের অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। তাদের মাঝে জুয়া খেলা ও মদপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পূজা, ও নাচগানের আসর জমাত অধিক হারে এবং এতে মদপানের ছড়াছড়ি চলত। বহু রকমের অশ্লীলতা, জুলুম-নির্যাতন, অপরের অধিকার হরণ, বে-ইনসাফী ও অবৈধ উপার্জনকে তাদের সমাজে খারাপ চোখে দেখা হত না।

26

মক্কার মূল ও প্রাচীন বাসিন্দা জা‘ফর ইবন আবি তালিব আবিসিনিয়া অধিপতি নাজ্জাসীর সামনে তৎকালীন আরব সমাজের ও জাহিলী কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, “রাজন! আমরা ছিলাম জাহিলিয়াতের ঘোর তমাসায় নিমজ্জিত একটি জাতি। আমরা মূর্তিপূজা করতাম, মৃত জীব ভক্ষন করতাম, সর্বপ্রকার নির্লজ্জ কাজ করতাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করতাম এবং শক্তিশালী ও সবল লোকেরা দুর্বলকে শোষন করতাম।”

27

উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনায় তাদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কা‘বাঘর তাওয়াফের সময় পুরুষেরা উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করতো এবং মহিলারা সব পোষাক খুলে ফেলে ছোট জামা

26 সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০। 27 ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬।
15

পরিধান করে তাওয়াফ করতো। তাওয়াফের সময় তারা অশ্লিল কবিতা আবৃত্তি করতো। কবিতাটির অনুবাদ নিম্নরূপ: “লজ্জাস্থানের কিছুটা বা সবটুকু খুলে যাবে আজ।

যেটুকু যাবে দেখা ভাবব না অবৈধ কাজ।”

28

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবকালে সমগ্র পৃথিবীতে নারী জাতির অবস্থা ছিল অতি শোচনীয় ও মর্মান্তিক। আরব সমাজেও নারীর অবস্থা এর ব্যতিক্রম ছিল না। নারী তার দেহের রক্ত দিয়ে মানব বংশধারা অব্যাহত রাখলেও তার সেই অবদানের কোনো স্বীকৃতি ছিল না। সে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী সকলের দ্বারা নির্যাতিতা হত। যুদ্ধবন্দী হলে হাটে-বাজারে দাসীরূপে বিক্রয় হত, চতুস্পদ জন্তুর ন্যায়। আরব সমাজে কন্যা সন্তানের জন্মই ছিল এক অশুভ লক্ষণ, সম্মান হানিকর ও আভিজাত্যে কুঠারাঘাততুল্য। তাই কন্যার জন্ম গ্রহণের সাথে সাথে তার জন্মদাতা লজ্জা ও অপমানে মুখ লুকিয়ে বেড়াত এবং হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হয়ে তাকে জীবন্ত মাটি চাপা দিতেও কুন্ঠাবোধ করত না। কুরআন

28 আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬। 16

[illegible]:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ٥٩﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩]

"[illegible]?"[29]

[illegible]?"[30]

---

[29] [illegible]: [illegible]

[30] [illegible]

﴿وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ ٨ بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ ٩﴾ [التكوير: ٨، ٩]

[illegible]: [illegible]

[illegible][31]
[illegible][32]

[illegible]

---

[31] [illegible],
قال ابن عميرة الأسدي: أسلمتُ و عندي ثمان نسوة قال فذكرة ذلك للنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر منهن أربعة".
"[illegible], [illegible]"
([illegible], *[illegible]*, [illegible])

[32] [illegible],
إن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً
"[illegible]"
([illegible], *[illegible]*)

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible],

﴿وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ لَيۡسَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ لَيۡسَتِ ٱلۡيَهُودُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَهُمۡ يَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ مِثۡلَ

[illegible]

قَوْلِهِمْۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١١٣ ﴾ [البقرة: ١١٣]

“ইয়াহূদীরা বলে , খ্রিষ্টানরা কোন ভিত্তির উপরেই নয়, আবার খ্রিষ্টানরা বলে ইয়াহূদীরা কোন ভিত্তির উপরেই নয় , অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এমনিভাবে যারা মূর্খ তারাও ওদের মতই উক্তি করে। অতএব , আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা দিবেন। যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল। ”[35]

তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের পদাংকের অন্ধ অনুসারী ছিল। যখন তাদের নিকট হেদায়াতের বাণী আসত তখন তারা বলত ইতোপূর্বে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পথ অনুসরণ করে চলেছি , এখনও তাদের অনুসরণ করে যাব। এ মর্মে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبٗا مِّن قَبْلِهِۦ فَهُم بِهِۦ مُسْتَمْسِكُونَ ٢١ بَلْ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّهْتَدُونَ ٢٢ ﴾ [الزخرف: ٢١، ٢٢]

“আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোনো কিতাব দিয়েছি ? ফলে তারা তা আকড়ে রেখেছে ? বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপূরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং

---

[35] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ১১৩।

21

[illegible]”[36]

[illegible] ‘[illegible]’[37] [illegible] [illegible] [illegible

পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন, কালের প্রবাহেই মৃত্যু হয়।[39]

তাছাড়া তাদের আরও বিশ্বাস ছিল যে, কোনো মানব রাসূল হতে পারে না, এ ধারণা তাদেরকে রিসালাতে অবিশ্বাসী করার জন্য প্ররোচিত করত।[40]

৩. হানীফ সম্প্রদায়

আরবরা মুসলিম মিল্লাতের নেতা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম -এর প্রিয়তম স্ত্রী হাজেরা ও তার পুত্র ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম -এর স্মৃতি বিজড়িত সাফা মারওয়া পর্বতদ্বয়, যমযমকুপ, এবং পবিত্র কা‘বাগৃহ অবস্থিত হওয়ায় এ স্থানের জনগণ পূর্ব হতেই ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত ছিল। তবে দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে নবী ও রাসূলের আগমন না হওয়ায় অধিকাংশের মধ্যে একেশ্বরবাদের পরিবর্তে বহু ইশ্বরের পূজা তথা শির্ক এবং নানা প্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করে। সেখানে

---

[39] আল্লাহ বলেন,
﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا نَمُوتُ وَنَحۡيَا وَمَا يُهۡلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهۡرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنۡ عِلۡمٍ إِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ٢٤ ﴾ [الجاثية: ٢٤]
আল-কুরআন, সূরা জাসিয়া : ২৪।

[40] আল্লাহ বলেন,
﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرٗا رَّسُولٗا ٩٤ ﴾ [الاسراء: ٩٤]
আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল : ৯৪।

23

[illegible][41], [illegible][42] [illegible][43] [illegible] [illegible] [illegible

[illegible] [illegible] [illegible] [

ঐক্য ছিল না। হানীফ সম্প্রদায় আল্লাহর একত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল বটে, কিন্তু তাদের এ ধ্যান-ধারণা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে নি। তবে মূর্তিপূজা ও শির্ক নির্মূলে তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাদের মধ্যে উমাইয়া ইবন আবি সালত, ইবন আওফ আল-কিনানী, হাশিম ইবন আবদ্ মান্নাফ, ওরাকা ইবন নওফল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

46

অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলা সত্যের দা‘ওয়াত গ্রহণ করার জন্য স্বল্প সংখ্যক হলেও একনিষ্ট তাওহীদপন্থী লোকের অস্তিত্ব সমকালীন আরবে বিদ্যমান রেখেছিলেন। পি.কে হিট্টি বলেন যে, ধর্ম বিষয়ে আরবের সাধারণ অবস্থা একটা পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল বলে মনে হয় এবং একজন সমাজ সংস্কারক ও জাতীয় নেতা আবির্ভাবের জন্য মঞ্চ তৈরী হচ্ছিল।

47

তৎকালীন আরবের রাজনৈতিক অবস্থা খুবই নাজুক ও অস্থিতিশীল ছিল। জোর যার মুল্লুক তার এ নীতি সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল।

46

মুহাম্মদ ইদ্রীস কানদেহলভী, সীরাতুল মোস্তফা, (দেওবন্দ: ইরশাদ বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ. ১৩৯।
47 P.K Hitti, op.cit, P.87.
26

সামান্য ও তুচ্ছ বিষয়ে তাদের মাঝে বিরোধ দেখা দিত। প্রতিশোধ প্রবণতা ছিল তাদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তারা অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করতে উদ্যত হত। কোনো হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হলে তার প্রতিশোধ অন্যায়ভাবে আরেকটি হত্যাকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে নিত। ফলে ন্যায়-অন্যায় এর মাঝে বিচার-বিশ্লেষনের কোনো তোয়াক্কা করত না। সমাজের মানুষ দাস ও প্রভু এ দু’শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শাসকবর্গ অর্থসম্পদ কেবল নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ, ঐশ্বর্য ও বিলাসিতায় ব্যয় করতো। আর জনগণ অনাহারে জীবন-যাপন করত। শাসকরা জনগণের উপর সকল প্রকার জুলুম-অত্যাচার চালিয়ে যেত, জনগণ সেসব মুখ বুঁজে নির্বিচারে সহ্য করতো। কোনো প্রকার অভিযোগ করার তাদের উপায় ছিল না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভবের সময়ে তাদের সমাজিক কাঠামো বিপর্যস্ত ও ধ্বংসের মূখোমুখি ছিল। তারা এক উপদ্বীপে বাস করলেও তাদের মাঝে সামাজিক রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল না। বরং সেটি বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতি কর্তৃক শাসিত বহুরূপী রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

বিভিন্ন গোত্র ও জাতির মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ সবসময় লেগেই থাকত।

তৎকালীন সময় রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আগমনের সময় এ দু' শক্তির মাঝে যুদ্ধ চলছিল। কুরআন মাজীদে তাদের যুদ্ধের চিত্র তুলে ধরেছে এভাবে ,

﴿ الٓمٓ ١ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ ٣﴾ [الروم: ١، ٣]

"আলিফ, লাম, মীম। রোমকরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে।[48]

বস্তুত আরবরা ছিল অত্যন্ত কলহকারী ও বিশৃংখল জাতি।[49] খুব ছোট -খাট বিষয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া -বিবাদ লেগে যেত এবং পরবর্তীতে তা যুদ্ধে পরিণত হতো। এক উষ্ট্রী হত্যাকে কেন্দ্র করে তাদের মাঝে প্রায় চল্লিশ বছর

---

[48] আল-কুরআন, সূরা আর রূম : ১-৩।

[49] আল্লাহ বলেন ,

﴿ وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّن قَرۡنٍ هَلۡ تُحِسُّ مِنۡهُم مِّنۡ أَحَدٍ أَوۡ تَسۡمَعُ لَهُمۡ رِكۡزَۢا ٩٨﴾ [مريم: ٩٨]

"আমি কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন।" আল-কুরআন, সূরা মরিয়ম : ৯৮।

28

যাবৎ যুদ্ধ চলছিল। ইতিহাসে এটি ‘হারবুল বাসুস’ নামে সমধিক পরিচিত।[50] তাদের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا﴾ [ال عمران: ١٠٣]

“তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিলে, অতঃপর আমি তোমাদের অন্তরে বন্ধুত্বের ভাব সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম। ফলে তোমরা পরস্পরে ভাই-ভাই হয়ে গেলে।”[51]

তাদের মাঝে জাহেলী প্রতিশোধ স্পৃহা, ক্রোধ, গোত্রপ্রীতি চরমভাবে বিদ্যমান ছিল।

ইয়াহূদী ধর্মের অনুসারীদের ছিল আকাশ ছোঁয়া অহংকার। ইয়াহূদী পুরোহিতরা আল্লাহ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে নিজেরাই প্রভু হয়ে বসেছিল। তারা মানুষের উপর নিজেদের ইচ্ছা জোর করে চাপিয়ে দিত। তারা মানুষের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যাণ-ধারণা এবং মুখের কথা নিজেদের মর্জির অধীন করে দিয়েছিল। ধর্ম নষ্ট করে হলেও তারা ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ পেতে চাইত। অপরদিকে খ্রিষ্ট ধর্ম ছিল এক উদ্ভট

---

[50] ইবনুল আছির, *[illegible]*, পৃ. ২৯২-২৯৫।

[51] আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান : ১০৩।

29

[redacted]

[redacted]

[redacted][52]

[52] [redacted] *[redacted]*, [redacted]

খ. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কী জীবন

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য বহু নবী-রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। আর আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কার জীবন ছিল স্নেহ, মায়া-মমতা ও ভালবাসায় ভরপুর। এই মক্কার জীবনের শেষের দিকে তাঁর প্রতি যুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন নেমে আসে। এত অত্যাচারের পরেও তিনি মক্কাবাসিদের প্রতি বিরুপ ভাবাপন্ন হন নি বরং তাদের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। সুদীর্ঘ ৫২ বছর তিনি মক্কায় অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়।

31

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম:

রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা নগরীতে সম্ভ্রান্ত কুরাইশ গোত্রের হাশেমী শাখায় জন্মগ্রহণ করেন।

53 অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তিনি ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার প্রাতঃকালে জন্মগ্রহণ করেন।

54 আর এ বছরটি ছিল আমুল ফীল

55 অর্থাৎ
হাতীবাহিনী নিয়ে আবরাহার কা‘বা অভিযানের ঘটনার বছর।

56 যে বছর আসহাবে ফীল বায়তুল্লাহর উপর আক্রমণ চালনা করে এবং মহান আল্লাহ তাদেরকে আবাবীল অর্থাৎ কতিপয় ক্ষুদ্র পাখি দ্বারা পরাস্ত করেন, যার

53 মুহাম্মদ রেযা, মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি, পৃ. ১২; ইবন সা’দ, আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, দারুল কুতুবুল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্কারণ, ১৯৯০/১৪১০,), পৃ. ৮০-৮১।
54 সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতুম, বৈরুত: দারুল মাওয়িদ, ১৯৯৬/১৪১৬, পৃ. ৫৪।
55 আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১।
56 শামসুদ্দিন আযযাহাবী, সিয়ার আলাম আন নুরালা, ১ম খণ্ড, বৈরুত: মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬/১৪১৭), পৃ. ৩৫।

সংক্ষিপ্ত ঘটনা কুরআন মাজীদেও বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত ফীলের ঘটনাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের বরকতের সূচনা ছিল। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে সোমবার দিনে তাঁর জন্ম অবিসংবাদিত। কারণ তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, আর এ অভিমতটি অধিকাংশ সীরাত লেখকের।

কোনো কোনো আলেম বলেন, ঈসায়ী সাল অনুযায়ী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫৭১ খৃষ্টাব্দে ২০ শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন।

57

মুহাম্মদ রেদার মতে ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন।

58

সৈয়দ আমীর আলী বলেন, ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

59

57 আর রাহীকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা ৫৪।
58 মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ, পৃ. ১২।
59 সৈয়দ আমীর আলী, দি স্পিরিট অব ইসলাম, অনুবাদ: অধ্যাপক মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৩/১৪১৩), পৃ.

জন্মস্থান হলো মক্কার হারাম এলাকার
ঐ জায়গাটুকু যা পরে হাজ্জাজের ভাই মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল-সাকাফীর অধীনে আসে।

60

নাম ও বংশ-পরিচয়:

মা আমিনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম রাখলেন ‘আহমাদ’। এর অর্থ চরম প্রশংসাকারী। আর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর পৌত্র সর্বকালের প্রশংসিত হওয়ার আশায় তাঁর নাম রাখলেন ‘মুহাম্মাদ’ বা চরম প্রশংসিত।

পিতার নাম আব্দুল্লাহ। পিতার দিক থেকে বংশ তালিকা হল- মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবন আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদ মানাফ ইবন কুশাই ইবন কিলাব ইবন মুররাহ ইবন কা‘ব ইবনে লুয়াই ইবন গালিব ইবন ফিহর ইবন মালিক ইবন কিনানা ইবন খুযাইমা ইবন মুদরিকা ইবন ইলিয়াস ইবন মুযার ইবন নিযার ইবন মা‘আদ ইবন আদনান ইবন উদ।

61 এ
পর্যন্ত বংশানুক্রম সর্বসম্মতিক্রমে

৫৫।
60 মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ, পৃ. ১২।
34

প্রমাণিত। এখান থেকে আদম ‘আলাইহিস সালাম পর্যন্ত বংশ পরিক্রমায় মতভেদ রয়েছে।

মাতার নাম আমিনা। মাতার দিক থেকে তাঁর বংশপরিক্রমা হল- মুহাম্মদ ইবন আমিনা বিনত ওয়াহাব ইবন আবদ মানাফ ইবন যুহরা ইবন কিলাব।

62

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কিলাব ইবন মুররাহ পর্যন্ত পৌছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা- মাতার বংশ এক হয়ে গেছে।

দুধ পান ও শৈশবকাল:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম তাঁর মা আমিনার দুধ পান করেন। এরপর আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবা কয়েক দিন দুধ পান করান। আরবের অভিজাত বংশের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাঁর দুগ্ধপানের ভার হাওয়াযিন বংশের সা‘দ গোত্রের এক ধাত্রী হালীমা বিনত আবু

61 ইবন হিশাম, আস সীরাতুন নাবুবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৪/১৪১৫), পৃ. ৩-৫।
62 আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১।
35

যুয়ায়ব-এর উপর ন্যস্ত হয়।

63 কারণ
পাশ্ববর্তী অঞ্চলে পাঠানোর ফলে শারীরিক অবস্থাও ভাল হতো এবং তারা খাটি আরবী ভাষা শিখতেও সক্ষম হতো।

হালীমা সা‘দিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি তায়েফ হতে বনী সা‘দের মহিলাদের সাথে দুগ্ধপোষ্য শিশুর খোঁজে মক্কায় আসি। ঐ বছর দুর্ভিক্ষ ছিল। আমার কোলেও এক শিশু ছিল। কিন্তু দারিদ্র ও অনাহারের ফলে তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দুধ আমার ছিল না।

সারা রাত সে দুধের জন্য চিৎকার করতো
এবং আমি তার জন্য সারারাত বসে বসে কাটাতাম। আমাদের একটি উটনী ছিল, কিন্তু এটারও দুধ ছিল না।

মক্কায় সফরে তিনি যে খচ্চরের উপরে আরোহণ করেছিলেন, এটাও এত দুর্বল ছিল যে, সবার সাথে এটা চলতে সক্ষম ছিল না। সাথীরাও এতে বিরক্ত হয়ে যেতন। অবশেষে অতিকষ্টে এ ভ্রমণ শেষ হয়। মক্কায় পৌছে সে রাসূলকে দেখে এবং শোনে যে, তিনি ইয়াতীম। তখন কেউই 63 মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ, পৃ. ১৭।

36

তাকে গ্রহণ করতে রাযী ছিল না। এদিকে হালীমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। তাঁর দুধের স্বল্পতা তাঁর জন্য রহমত হয়ে গেল। কেননা দুধের স্বল্পতায় কেউ তাঁকে আপন শিশু প্রদান করতে চায়নি।

হালীমা বর্ণনা করেন, “আমি আমার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেই যে, শূন্য হাতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে উত্তম হলো এ শিশুকেই নিয়ে যাই।”

স্বামী রাজি হলেন এবং এ মানিক্য রতন ইয়াতীমকে ঘরে নিয়ে এলেন, যাঁর জন্য কেবলমাত্র হালীমা ও আমিনার ঘরই নয়, বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তথা বিশ্বই আলোকোজ্জ্বল হয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ তা’আলার অশেষ অনুগ্রহে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো এবং রাসূল তাঁদের কোলে এলেন। তাঁবুতে এসে তিনি শিশুকে দুধ পান করাতে বসলেন আর সাথে সাথেই বরকত ও রহমত প্রকাশ হতে লাগল। এত পরিমাণ দুধ নির্গত হল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর দুই-ভাই একান্ত তৃপ্তির সাথে পান করে ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে উটনীর দিকে চেয়ে তিনি 37

দেখতে পান যে, এর দুধের স্তর পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

আমার স্বামী দুধ দোহন করলেন এবং আমরা তৃপ্তির সাথে পান করে সারা রাত আরামে কাটালাম। দীর্ঘ দিন পর এটাই প্রথম রাত, যে রাতে আমরা শান্তির সাথে ঘুমিয়েছিলাম।

64

দু’ বছর বয়সে স্তন্যদান বন্ধ করার পর হালীমা তাঁর মায়ের কাছে প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁতে মক্কায় নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু মক্কায় মহামারী দেখা দেয়ায় তিনি তাঁকে আরো কিছুদিনের জন্য নিয়ে আসলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংস্পর্শে হালীমার শারীরিক এবং পারিবারিক প্রবৃদ্ধি লাভ হয়েছিল। হালিমার গৃহে থাকাকালে তাঁর কতক চরিত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হয়েছিল। তার ছেলে-মেয়ের সাথে শিশু মুহাম্মদও ছাগল ও মেষ চরাতে যেতেন। একদা তিনি দুধ-ভাই আব্দুল্লাহর সাথে পশু চরাচ্ছিলেন। হঠাৎ আব্দুল্লাহ হাপাতে

64 মুফতী মুহাম্মদ শফী রাদিয়াল্লাহু আনহু, সীরাতু খাতিমিল আম্বিয়া, অনুবাদ: মুহাম্মদ সিরাজুল হক (ঢাকা: ইফাবা: তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭/১৪০৭), পৃ.৫।
38

হাপাতে বাড়ি ছুটে এলো এবং আমাকে ও তার পিতাকে বলল, ঐ কুরাইশী ভাইটাকে সাদা কাপড় পরা দুজন লোক এসে শুইয়ে দিয়ে পেট চিরে ফেলেছে এবং পেটের সবকিছু বের করে নাড়াচাড়া করছে। এ কথা শুনে আমি ও আমার স্বামী তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবর্ণ মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা উভয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম এবং বললাম, বাবা তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমার কাছে সাদা কাপড় পরিহিত দু ব্যক্তি এসে আমাকে শুইয়ে আমার পেট চিরল। তারপর কি যেন একটা জিনিস তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল। আমি জানি না জিনিসটা কি। এরপর আমরা মুহাম্মদকে সাথে নিয়ে বাড়িতে চলে আসলাম।

65

হালীমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমার স্বামী বললেন, আমার মনে হয় এ ছেলের

65 শাইখ মুহাম্মদ খুদরী বেগ, নূরুল ইয়াকীন ফি সীরাতে সায়্যেদিল মুরসালিন (দিল্লী: কুতুব খানাই ইশাআতুল ইসলাম, তা.বি), পৃ. ৭; মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃ. ১৯, আস সিরাতুন নবুবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫।
39

উপর কোন কিছুর আছর হয়েছে। সুতরাং কোন ক্ষতি হওয়ার আগেই তাঁতে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দাও। অতঃপর আমরা তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে আসলাম এবং তাঁর কাছে সোপর্দ করলাম। তখন তাঁর মা হালীমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এত আগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এত শীঘ্র ফেরত দেওয়ার কারণ কি? বারবার জিজ্ঞেস করার পর হালিমা সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি তা শুনে বললেন, নিশ্চয় আমার পুত্রের কোন বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। অতঃপর তিনি গর্ভধারণের দিনগুলোর ও জন্মের সময়ের আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করলেন। মা আমিনা ধাত্রী হালিমাকে বললেন, তুমি মুহাম্মদকে রেখে নির্দ্বিধায় চলে যেতে পার।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাঁর মাতা আমিনা তাঁকেসহ তাঁর পিতার কবর যিয়ারত করার জন্য ইয়াসরিবে গমন করেন। অতঃপর মক্কায় ফেরত পথে আবওয়া নামক স্থানে আমিনা মারা যান। সফরসঙ্গী পরিচারিকা উম্মে

[redacted][66]

[redacted]

[66] [redacted]

তিনি আনন্দিত হতেন। রাসূলের জন্মের আট বছর পর আব্দুল মুত্তালিব মারা যান।

67

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর চাচা আবু তালিবের নিকট শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লালিত-পালিত হতে লাগলেন। স্নেহময় চাচার সর্তক দৃষ্টিতে তিনি ক্রমান্বয়ে বড় হতে লাগলেন। যখন তাঁর বয়স দশ বছর তখন তিনি ছাগল ও মেষ চরাতেন। তখন আরবদেশে মেষ চরানো অপমানজনক কাজ বলে বিবেচিত হতো না। আবু তালিব বাণিজ্য করতেন। কুরাইশদের প্রথা ছিল যে, তারা প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে একবার শামদেশ এবং শীতকালে ইয়েমেন যেত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স যখন বার বছর তখন তিনি চাচার সাথে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গমন করেন এবং সফরের এক পর্যায়ে বুসরায় গিয়ে উপস্থিত হন। উক্ত শহরে জারজিস নামক একজন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক (রাহেব) বসবাস করতেন। তার উপাধি ছিল বুহায়রা। এ উপাধিতেই তিনি সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। মক্কার ব্যবসায়ী দল যখন

67 আস সীরাতুন নবুবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮।
42

বসরায় শিবির স্থাপন করেন, তখন রাহেব গির্জা থেকে বেরিয়ে তাদের নিকট আগমন করেন এবং আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করেন। অথচ এর পূর্বে তিনি গির্জা থেকে বের হয়ে কোনো বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। তিনি কিশোর নবীর আচার-আচরণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে বুঝতে পারেন যে, ইনিই হচ্ছেন বিশ্বমানবের মুক্তির দিশারী আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর কিশোর নবীর হাত ধরে তিনি বলেন যে, ইনিই হচ্ছেন বিশ্বজাহানের সরদার। আল্লাহ তাঁকে বিশ্বজাহানের রহমত রূপী রাসূল মনোনীত করবেন। আবু তালিব বললেন, আপনি কিভাবে অবগত হলেন যে, তিনিই হবেন আখিরী নবী?

বুহায়রা বললেন, গিরিপথের ঐ প্রান্ত থেকে তোমাদের আগমন যখন ধীরে ধীরে দৃষ্টগোচর হয়ে আসছিল আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, সেখানে এমন কোনো বৃক্ষ কিংবা প্রস্তরখণ্ড ছিল না, যা তাকে সিজদা করে নি। এ সমস্ত জিনিস নবী-রাসূল ছাড়া সৃষ্টিরাজির

[redacted][68] [redacted] [redacted] [redacted

এবং আমি তার যে নির্দশনাবলী দেখে চিনেছি, তা যদি চিনতে পারে তাহলে ওরা ওর ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করবে। কেননা আপনার এ ভাতিজা ভবিষ্যতে এক মহামানব হিসেবে আবির্ভূত হবেন।” তারপর আবু তালিব তাকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

69

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স যখন চৌদ্দ, মতান্তরে পনের বছর তখন “ফুজ্জার যুদ্ধ” সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে এক পক্ষে ছিলেন কুরাইশগণ এবং তাদের মিত্র বনু কিনানা। বিপক্ষে ছিলেন কায়েস আয়লান। কুরাইশ কিনানা মিত্র পক্ষের সেনাপতি ছিলেন হরব ইবন উমাইয়া। কারণ স্বীয় প্রতিভা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে তিনি কুরাইশ ও কিনানা গোত্রের মধ্যে নিজেকে মান-মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। একে ফুজ্জার যুদ্ধ এ জন্যই বলা হয় যে, এতে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ এবং পবিত্র মাসের পবিত্রতা উভয়ই বিনষ্ট করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কৈশোরান্তিক বয়ক্রমকালে

69 আস সীরাতুল নবুবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬-১৫৭।
45

এই যুদ্ধে গমন করেছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি তীরের আঘাত থেকে তাঁর চাচাদের রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার চাচাগণের দিকে শত্রুদের ছুড়ে মারা তীর ও বর্শাগুলো কুড়িয়ে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতাম।

70

হরবুল ফুজ্জারের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হারাম মাসগুলোর যিলকদ মাসে হিলফুল ফুযুল গঠিত হয়।

71 ফুজ্জার থেকে প্রত্যাবর্তন করে কুরাইশরা এ সংগঠনটি গঠন করেন। আর ইহা ছিল একটি উত্তম প্রতিজ্ঞা। এ বৈঠকে যে গোত্রগুলো অংশগ্রহণ করে, তারা হলো কুরাইশ, বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, বনু আসাদ, বনু যোহরা এবং বনু তামীম। বৈঠকে একত্রিত হয়ে সকলে যাবতীয় অন্যায়- অত্যাচার এবং অর্থহীন যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন।

70 আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৫৯।
71 প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
46

[redacted] [redacted] [redacted] [

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পিতৃব্য যুবাইর ইবন আব্দুল মুত্তালিব উক্ত আলোচনা বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যুবক নবীই ছিলেন যে কল্যাণমুখী চিন্তা-ভাবনার উদ্ভাবক এবং পিতৃব্য যুবাইর ছিলেন প্রথম সমর্থক। তাদের উভয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই ক্রমে ক্রমে সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ ইবন জুদ‘আনের গৃহে বিভিন্ন গোত্রপতির উপস্থিতি ও সম্মতি সাপেক্ষে অঙ্গীকারনামা সম্পাদিত হয় এবং তার ভিত্তিতেই সেবা-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারনামা। এ জন্য এ অঙ্গীকারনামা ভিত্তিক সেবা সংঘের নাম দেয়া হয়েছিল হিলফুল ফুযুল।

74

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

“আমি অঙ্গীকারের সময় আব্দুল্লাহ ইবন জুদআনের গৃহে উপস্থিত ছিলাম। এর বিনিময়ে

74 নূরুল ইয়াকীন, পৃ. ১১।
48

লাল বর্ণের উট দিলেও আমি গ্রহণ করতে রাযী নই। আজও যদি অনুরূপ অঙ্গীকারের জন্য আহূত হই আমি নিশ্চয়ই উপস্থিত হব।”

75

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন ধনী বণিকের কর্মচারী বা প্রতিনিধি হিসেবে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদেশে বাণিজ্য উপলক্ষে গমন করেন। এই সমস্ত যাত্রাগুলোতে তাঁর মানবিক ব্যবহার ও বাণিজ্য লেনদেন সম্পর্কে তাঁর চারিত্রিক সততা এতই উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসিত হয় যে, তাঁকে সকলেই দ্বিধাহীনভাবে আল আমীন অর্থাৎ চিরবিশ্বাসী নামে অভিহিত করতে থাকেন। জীবনের যে কোনো অবস্থাতেই তিনি কথার খেলাফ করেন নি। তাই বিভিন্ন দিক থেকে সমগ্র আরববাসীর নিকট তার চরিত্রের সাধুতা সন্দেহের বহু উচ্চে স্থান লাভ করে। সমগ্র আরব জগতে ছোট-বড় বৃদ্ধ সকলেই যে কোন বিষয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতো।

76

75 ড. ওসমান গনি, মহানবী (কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯১), পকৃ. ১০৬।
76 আস সীরাতুন নাবুবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১-১৬২; মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, পৃ. ৩৭।
49

ইবন ইসহাক বলেন, খাদীজা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন। তিনি বেতনভুক্ত কর্মচারী রেখেও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। বস্তুত পক্ষে গোটা কুরাইশ বংশই ছিল ব্যবসাজীবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক মহত্ত্বের সুখ্যাতি অন্যদের ন্যায় খাদীজারও গোচরীভূত হয়। তাই তিনি তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁর পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি তাঁকে এও জানান যে, এ কাজের জন্য তিনি অন্যদেরকে যা দিয়ে থাকেন তার চেয়ে উত্তম সম্মানী তাঁকে দিবেন। খাদীজা তাঁর গোলাম মায়সারাকেও তাঁর সাহায্যের জন্য সঙ্গে দিতে চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং খাদীজার পণ্য-সামগ্রী নিয়ে ভৃত্য মায়সারাসহ সিরিয়া অভিমূখে যাত্রা করলেন। সিরিয়ায় পৌছে তিনি জনৈক ধর্মযাজকের গির্জার নিকটবর্তী এক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। এক সময় সেই ধর্মযাজক মায়সারাকে নিভৃতে নিজ্ঞাসা করলেন, এই

গাছের নিচে বিশ্রামরত ভদ্রলোকটি কে? সে বলল, তিনি কাবা শরীফের কাছেই বসবাসকারী জনৈক কুরায়শ। ধর্মযাজক বললেন, “এই গাছের নিচে নবী ছাড়া আর কেউ এখন বিশ্রাম নেয় নি।”

বাণিজ্যের কার্য সম্পাদন পূর্বক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে মায়সারাকে সাথে নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। মক্কায় পৌছে তিনি খাদীজাকে তাঁর ক্রয় করা মালপত্র বুঝিয়ে দিলেন। খাদীজা ঐ মাল বিক্রয় করে দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করলেন। এ দিকে মায়সারাকে যাজক যা যা বলেছিল তা সে খাদীজার নিকট হুবহু বিবৃত করলো।

77

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহ

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বসম্পন্না, প্রখর বুদ্ধিমতী, বোধশক্তিসম্পন্না, আত্মমর্যাদাসম্পন্না

77 আস সীরাতুল নবুবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬-১৫৭।
51

ও অতি উচ্চ বংশীয় মহীসয়ী মহিলা। নবীর মহত্ব ও সততার সাথে পরিচিত হওয়া তাঁর জন্য একটা অতিরিক্ত সৌভাগ্য হয়ে দেখা দিল। বলা বাহুল্য, এটা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহের ফল। মায়সারার উক্ত অলৌকিক ঘটনা শুনে খাদীজা এত অভিভূত হলেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিম্নরূপ বার্তা পাঠালেন, “ভাই আপনার গোত্রের মধ্যে আপনার যে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান, যে আত্মীয়তার বন্ধন এবং সর্বোপরি আপনার বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার যে সুনাম রয়েছে, তাতে আমি মুগ্ধ ও অভিভুত।” এ বলে খাদীজা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কুরাইশদের মধ্যে তখন খাদীজা ছিলেন ধনে- মানে, মর্যাদায় ও বংশীয় আভিজাত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা। তাঁর গোত্রে এমন কোন পুরুষ ছিল না, যে তাকে সাধ্যে কুলালে বিয়ে করা অভিলাষ পোষণ করতো না। খাদীজার পিতার নাম খুওয়ায়লিদ এবং মাতার নাম ফাতিমা। পিতামাতা উভয়েই পূর্বপুরুষ লুওয়াইতে গিয়ে একই প্রজন্মে মিলিত হয়েছেন।

78

78 প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২; মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ, পৃ. ৩৮।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম খাদীজার প্রস্তাব চাচাদের কাছে পেশ করলেন। চাচা হামযা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাথে নিয়ে তৎক্ষণাৎ খাদীজার পিতার কাছে চলে গেলেন। তার সাথে দেখা করে তিনি
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দিলেন।
নির্ধারিত দিনে বিবাহ অনুষ্ঠানে আবু তালিব বনু হাশিম এবং মুদের বংশের সর্দারগণ খাদীজার গৃহে সমবেত হলেন। আবু তালিব বিবাহের খুতবা পাঠ করেন। এ খুতবায় তিনি
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছেন তা উল্লেখ্যযোগ্য।

আবু তালিব বলেন, “ইনি মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ। যদিও তিনি ধন-সম্পদে কম, কিন্তু ভদ্র, চরিত্র ও উচ্চ মর্যাদার কারণে যে ব্যক্তিকেই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রাখা যাক না কেন, পরিণামে তিনিই হবেন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কেননা ধনদৌলত ধ্বংসশীল, ছায়া স্বরূপ এবং ক্ষীয়মান বস্তু। ইনি মুহাম্মদ, যার আত্মীয়তা সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন, 53

খাদীজা বিনত খুয়ায়লিদের সাথে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ করতে চাই। তার সমস্ত মোহরে মু‘আজ্জাল (তাৎক্ষণিক আদায়কৃত) মোহরে মুয়াজ্জাল (বিলম্বে পরিশোধযোগ্য) আমার সম্পদ হতে আদায়কৃত এবং আল্লাহর শপথ, এরপর তাঁর মান-সম্মান ও প্রভাব অনেক গুণ বেড়ে যাবে।”

79

ইবন হিশাম বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহধর্মিণী খাদিজাকে মোহরানা স্বরূপ ২০টি তরুণ উট প্রদান করেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ছিল ২৫ বছর। আর খাদীজার বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। খাদীজাই ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রথম স্ত্রী এবং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর কোন বিবাহ করেন নি।

খাদীজার গর্ভে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাসিম, তাহির, তায়্যিব, যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা-এই কজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। একমাত্র ইব্রাহীম ছাড়া তাঁর সকল সন্তানই

79 মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ, পৃ. ৩৮।
54

খাদীজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কাসিমের নাম অনুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুল কাসিম নামেও খ্যাত হন। কাসিম, তায়্যিব, তাহির জাহিলিয়ার যুগেই মারা যান। কিন্তু মেয়েরা সবাই ইসলামের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন এবং সবাই ইসলাম গ্রহণ করে পিতার সঙ্গে হিজরত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন কাসিম। তারপর ক্রমান্বয়ে তায়্যিব, তাহির, কন্যা রুকাইয়া, যয়নব, উম্মে কুলসুম ও সর্বশেষে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপর এক সন্তান ছিলেন ইব্রাহীম। ইনি মারিয়্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মিসরের খ্রিষ্টান শাসক মুকাওকিস মারিয়্যাকে উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

80

কাবা গৃহ সংস্কার ও হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কিত বিবাদ মীমাংসা:

80 আস সীরাতুল নবুবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬-১৫৭।
55

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পয়ত্রিশ বছরে পদার্পণ করেন, তখন কুরাইশগণ কাবা গৃহের পুনঃনির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। কারণ ছিল এই যে, কাবা গৃহের স্থানটি চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিল মাত্র। দেয়ালের উপর কোনো ছাদ ছিল না। এই অবস্থায় কিছু সংখ্যক চোর এর মধ্যে প্রবেশ করে রক্ষিত বহু মূল্যবান সম্পদ এবং অলংকারাদি চুরি করে নিয়ে যায়। ইসমাইলের আমল হতেই এই ঘরের উচ্চতা ছিল ৯ হাত।

গৃহটি বহু পূর্বে নির্মিত হওয়ার কারণে দেয়ালগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যে কোন মুহূর্তে তা ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তা ছাড়া সেই বছরের প্লাবনে দেওয়ালের চরম অবনতি ঘটে এবং যে কোন মুহূর্তে তা ধসে পড়ার আশংকা ঘণীভূত হয়ে ওঠে। এমনিভাবে এক নাজুক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কুরাইশগণ সংকল্পবদ্ধ হলেন কাবা গৃহের স্থান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে তা পুনঃনির্মাণের জন্য।

81

81 আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৬১; সিয়ারু আ‘লাম আন নুবালা; ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৪।

কাবাগৃহ নির্মাণে অংশগ্রহণকে সবাই নিজকে সৌভাগ্যবান এবং এটাকে নেক কাজ মনে করতেন। কুরাইশ গোত্র নিজেদের উপর ফায়সালা করে রেখেছিল যে, এর নির্মাণ কাজে তারা সিংহভাগ অংশ পাবে। তাই এ নির্মাণ কাজ সমস্ত গোত্রের মধ্যে বন্টন করার ব্যবস্থাপনা করতে হলো, যাতে কোন বিবাদ সৃষ্টি না হয়।

কাবা নির্মাণ বণ্টনের কাজ ক্রমান্বয়ে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌছালো। কিন্তু তার স্থাপনের ব্যাপারে মতানৈক্য শুরু হলো। প্রত্যেক গোত্র এবং প্রত্যেকেরই কামনা ছিল যে, তারাই এ পূণ্য অর্জন করবে। ফলে ঘটনাটি এতদূর পর্যন্ত পৌছে গেল যে, তারা মারামারি, কাটাকাটির জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে লাগলো। জাতির কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রস্তাব করলেন যে, পরামর্শ করে কোন সন্ধির পথ বের করা হোক। এ উদ্দেশ্যে সবাই মসজিদে একত্রিত হলেন।

পরামর্শ সভায় সিদ্ধান্ত হলো যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদের এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন তিনিই এ ব্যাপারে মীমাংসা

[redacted][82] [redacted]:

[redacted]

[82] [redacted]

খুশীমনে মেনে নিলেন। অত্যন্ত সহজ সরল সুশৃঙ্খল এবং সঙ্গত পন্থায় জ্বলন্ত একটি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিরপেক্ষতা এবং তীক্ষ্ণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সকলেই স্তম্ভিত হল এবং আসন্ন সমরাশংকা তিরোহিত হল।

83

হেরাগুহায় ধ্যান ও নবুয়ত লাভ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হতে নিভৃতে চিন্তা ধ্যানের জন্য মক্কা হতে তিন মাইল দূরে হেরা নামক পর্বত গুহায় যেতে আরম্ভ করলেন। কয়েকদিনের খাদ্য-পানীয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তা শেষ হলে বাড়িতে এসে আবার কয়েকদিনের জন্য খাদ্য পানীয় নিয়ে চলে যেতেন। খাদীজা পরম যত্ন সহকারে আহার্য প্রস্তুত করে দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্জনাসক্তি ও নির্জনতায় ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা‘আলার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। কিছুদিন যাবত তিনি একটি স্বর্গীয় আলোক দেখতে এবং একটি

83 আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৬২; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, (ঢাকা: ই.ফা.বা ১৯৮২/ ১৪০২), পৃ. ২৯৩।

অশ্রুপূর্ণ শব্দ তরঙ্গ শুনতে পেলেন। তখন থেকে তিনি স্বপ্নযোগে যা দেখতেন তাই সত্যে পরিণত হতে লাগল।

84 অবশেষে তাঁর বয়স যখন
চল্লিশ বছর তখন একদিন প্রকাশ্যে মহান আল্লাহ তাঁকে প্রকাশ্যে ও বাহ্যিক নবুয়তের পরম মর্যাদায় ভূষিত করলেন।

85

তখন ছিল রমযান মাস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখে রাত্রিতে হেরা গুহায় সারারাত জাগ্রত থেকে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। এমনিভাবে রমযানের ২১ হতে ২৯ তারিখের কোনো এক বিজোড় রজনীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন তখন মহান আল্লাহর দূত জিবরাঈল ‘আলাইহিস সালাম তাঁর নিকট আগমন করেন। এ ঘটনাটি হাদীসের মাধ্যমে বর্ণনা করলেও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আয়িশা রাদিয়াল্লাহ ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথমে যে ওহী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসত তা হল ঘুমের মধ্যে

84 সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, (ঢাকা: ই.ফা.বা ১৯৮২/ ১৪০২), পৃ. ২৯৫।
85 সীরাতু খাতিমিল আম্বিয়া, পৃ. ২৩।
60

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফেরেশতা তৃতীয়বার ধরে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করায় আমার ভীষণ কষ্ট হলো। এবার তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢
ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ
مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥﴾ [العلق: ١، ٥]

“আপনার রবের নামে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট রক্ত থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর আপনার রব সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিখিয়েছেন তা যা সে জানত না।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতগুলোকে আয়ত্ব করে বাড়ি ফিরলেন। তাঁর হৃদয় তখন ভয়ে কাঁপছিল। তিনি খাদীজার নিকট এসে বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। পরে তাঁর ভয় চলে গেলে তিনি খাদীজার নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, আমি আমার জীবন সম্পর্কে

62

আল্লাহ নাযিল করেন। হায়, আমি যদি তোমার নবুয়তের সময় বলবান যুবক থাকতাম! হায় আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম! যখন তোমার জাতি তোমাকে দেশ থেকে বের করে দিবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দিবে? ওরাকা বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছ, তদ্রুপ কোন ব্যক্তি কিছু নিয়ে আসলে তার সাথে অতীতেও শত্রুতাই করা হয়েছে। আমি তোমার যুগে বেঁচে থাকলে তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। তারপর কিছুদিন পরেই ওরাকা মারা যান।

86

মক্কায় ইসলাম প্রচারঃ প্রথমত যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ওহী নাযিল হয়, তখন প্রকাশ্যভাবে দীন প্রচারের জন্য তিনি আদিষ্ট হন নি, বরং এতে শুধু রাসূলর ব্যক্তিগত আমলের জন্য আহকাম ছিল। এ সময় কিছু দিনের জন্য ওহী বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্মান্তিক বেদনা বোধ করতে

86 মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী; সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, (করাচী: নূর মহাম্মদ কারখাসাহ ১৯৩৮/১৪১০), পৃ. ১০৪-১০৫।
64

লাগলেন। কাফিররা তাকে বিদ্রুপ ও তিরষ্কার করতে লাগল। আবূ লাহাব বলে বেড়াতে লাগল, “মুহাম্মদের আল্লাহ মুহাম্মদকে পরিত্যাগ করেছে।” আবূ লাহাবের স্ত্রী তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল, দেখছি, তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। এ জঘন্য বিদ্রুপে আহত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজার নিকট গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। তখন সূরা আদ-দোহা নাযিল হয়। তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকটি বৈষয়িক নিয়ামতের কথা উল্লেখ আছে। শেষ আয়াতে আছে; “আর তোমার প্রতিপালকের নিয়ামতের কথা তুমি বর্ণনা কর।” রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত রূপ যে নিয়ামত আল্লাহর তরফ হতে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি গোপনে গোপনে তা প্রচার করতে লাগলেন।

87

অল্পদিনের মধ্যে খাদীজা, আবু বকর,
আলী, যায়েদ ইবন হারিসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নবুয়তের পূর্বে রাসূল

87 আব্দুল খালেক, সাইয়েদুল মুরসালীন, ১ম খণ্ড (ঢাকা, ই.ফা.বা ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯০/১৪১০), পৃ. ১০৪-১০৫।
65

[illegible] [illegible] [illegible] [

সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করলেন, যদি তোমাদের এ সংবাদ দেই যে, শত্রুসৈন্য তোমাদেরকে আক্রমণের জন্য আসছে এবং তোমাদের উপর লুটতরাজ করবে, তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? এটা শুনে সবাই বলল, নিশ্চয়ই আমরা আপনার সংবাদ সত্য বলে বিশ্বাস করব। কেননা আজ পর্যন্ত আমরা আপনাকে মিথ্যা কথা বলতে দেখিনি।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবললেন, আমি তোমাদেরকে খবর দিচ্ছি যে, যদি তোমরা তোমাদের বাতিল আকীদা না ছাড়, তাহলে মহান আল্লাহর কঠিন শাস্তি তোমাদের উপর নেমে আসবে। তিনি আরো বললেন, আমার যতটুকু জানা আছে, তাতে দুনিয়াতে কোন মানুষ স্বীয় গোত্রের জন্য এ উপহারের চেয়ে উত্তম কোন উপহার নিয়ে আসেনি, যা আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি। মহান আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি তোমাদেরকে এর দিকে আহ্বান করি। আল্লাহর শপথ, যদি আমি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের নিকট মিথ্যা বলতাম, তবুও তোমাদের সামনে মিথ্যা বলতাম না। যদি সমস্ত লোককে ধোঁকা দিতাম কিন্তু তোমাদেরকে ধোঁকা দিতাম না। ঐ পবিত্র 69

সত্তার শপথ, যিনি এক এবং যার কোনো সমকক্ষ ও অংশীদার নেই। আমি তোমাদের নিকট বিশেষ করে সমস্ত দুনিয়াবাসীর জন্য আল্লাহর পয়গম্বর ও রাসূল।

90

কুরাইশদের অত্যাচার:

যখন ইসলাম ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে লাগল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গতিসম্পন্ন সাহাবীগণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাঁদের নিজ নিজ বংশ ও গোষ্ঠী। কুরাইশদের আক্রোশ সকল দিকে প্রতিহত হয়ে নিঃস্ব মুসলিমদের উপর পতিত হলো। সহায়-সম্বলহীন, আশ্রয়হারা এ সকল দরিদ্র মুসলিম কেউ ছিলেন দরিদ্র মুসাফির, কেউ ছিলেন খরিদা গোলাম, আবার কেউ প্রতিপত্তিহীন বংশের লোক, জনসমাজে যাদের প্রতিষ্ঠাই ছিল না। এদের উপর কুরাইশরা যে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। সেই দুর্দিনে দরিদ্র

90 সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, পৃ. ২৪-২৫।
70

[redacted][91] [redacted] [redacted]:

[redacted] [redacted] [redacted] [

গ্রহণের অপরাধে কুরাইশরা তাঁকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিত এবং তাঁর বুকের উপর পা দিয়ে চেপে রাখত। শেষ পর্যন্ত জীবনে বেঁচে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু চিরদিনের মত তাঁর পৃষ্ঠে ধবল কুষ্ঠের ন্যায় সাদা দাগ পড়ে গিয়েছিল।

অনুরূপভাবে ওসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন কুরাইশগণ একেবারে হিংস্র পশুর ন্যায় ক্ষেপে গেল। ওসমানের পিতৃব্যের সাথে যোগ দিয়ে তারা ওসমানকে হাত-পা বেঁধে প্রত্যহ নির্মমভাবে প্রহার করত। ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর নামে তা সহ্য করে যেতেন।

93

আবিসিনিয়ায় হিজরত:

কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশ বেড়ে গেল। নতুন মুসলিমদের কাবায় কুরআন পাঠ এমনকি গৃহেও উচ্চ স্বরে কুরআন পাঠ করা ছিল অসম্ভব। এমনকি নামাজের মধ্যেও মুসলিম বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিত হতেন। দৈহিক

93 প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।
72

[redacted] [redacted] [redacted] [

সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। মুহাজিরগণ প্রায় তিন মাস কাল শান্তি ও নিরাপদে বাস করে মক্কায় ফিরে আসলেন।

মুসলিমগণ ক্রমবৃদ্ধিতে কুরাইশরা তাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল।এ অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। এবার জা‘ফর ইবন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে ৮৩ জন পুরুষ এবং ১২ জন মহিলার এক বিরাট দল হিজরতে অংশগ্রহণ করলেন। তাঁদের সাথে আবু মূসা আশআরীও তাঁর গোষ্ঠীর লোকজনসহ ইয়েমেনের মুসলিমগণও যোগ দিয়েছিলেন। একেই আবিসিনিয়ার দ্বিতীয় হিজরত বলা হয়। এবারেও নাজ্জাশী মুসলিমদেরকে শান্তিতে বাস করার সুবন্দোবস্ত করে দেন। মুহাজিরগণ সেখানে শান্তি ও নিরাপদে তাদের ধর্মকর্ম পালন করতে লাগলেন।

96

96 আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৯৪-৯৫; নুরুল ইয়াকীন, পৃ. ৬১। 74

আবু তালিব ও খাদীজার মৃত্যু:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর অত্যাচার, বার্ধক্য, দুশ্চিন্তা, অনিয়ম ইত্যাদি কারণে আবু তালিব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ক্রমে ক্রমে তা বৃদ্ধি পেয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু হয় গিরি সংকটে অন্তরীণাবস্থা শেষ হওয়ার ৬ মাস পর নবুয়্যতের ১০ বর্ষের রজব মাসে।

97

আবু তালিবের মৃত্যুর দুমাস পর (মতান্তরে তিন মাস পর) উম্মুল মু’মিনীন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহাও মৃত্যুমুখে পতিত হন। নবুয়্যতের দশম বছরে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন অতিবাহিত করছিলেন জীবনের ৫০তম বছর।

98

যাবতীয় বিপদ-আপদ ও অত্যাচারের প্রতিরোধে অগ্রণী ছিলেন রাসূলর চাচা আবু তালিব, আর খাদীজা ছিলেন দুর্দিন ও বিপদের পরম বন্ধু। তাঁদের মৃত্যুতে রাসূল 97 আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১১৫।
98 প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।
75

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হন। এমনিভাবে অবিরাম একের পর এক বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণে সে বছরটির নাম রাখা হয় “আমুল হাযান” অর্থাৎ দুঃখ কষ্টের বছর। ইতিহাসে সে বছরটি এ নামেই প্রসিদ্ধ।

99

রাসূলের তায়েফ গমন:

নবুয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ গমন করেছিলেন। তায়েফ মক্কা থেকে আনুমানিক আট মাইল দূরে অবস্থিত। যাতাযাতের এ পথ অতিক্রম করেছিলেন তিনি পদব্রজে। সঙ্গে ছিল তাঁর ক্রীতদাস যায়েদ ইবন হারেস। পথিমধ্যে তিনি যে গোত্রের সাক্ষাৎ পান তাদেরকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তাঁর আহবানে কেউই সাড়া দিল না।

100

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে দশদিন অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলামের দাওয়াত পেশ 99 প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭; নূরুল ইয়াকীন, পৃ. ৬৩।
100 আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১২৫।
76

করেন। কিন্তু সকলেই বলল, তুমি আমাদের রাজ্য থেকে বের হয়ে যাও। ফলে ভগ্ন হৃদয়ে নানা কষ্ট নিয়ে প্রতাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে অসংখ্য ছেলেকে তাঁকে অপমানিত করার জন্য লেলিয়ে দেওয়া হল। ইতোমধ্যে পথের দুপাশে ভিড় জমে গেল। তারা হাত তালি, অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গালমন্দ দিতে ও পাথর ছুঁড়ে আঘাত করতে থাকল। আঘাতের ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে পাদুকাদ্বয় রক্ষাক্ত হয়ে গেল।

101 তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে আসার
পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুরোধে তাঁর কুমারী কন্যা আয়েশাকেও এ সময় বিবাহ করেন।

102

ইসরা ও মিরাজ:

101 প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।
102 মুহাম্মদ আবদুল লতিফ, সীরাতে সাইয়্যিদিল মুরসালীন (ঢাকা: সাউদিয়া কুতুবখানা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬), পৃ. ৬৭।
77

হিজরতের পূর্বে মহান আল্লাহ ইসরা ও মি‘রাজের মাধ্যমে তাঁর নবীকে সম্মানিত করেন। ইসরা হলো একই রাত্রিতে বায়তুল মাকদাসে গমন করা এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা। অতঃপর মি‘রাজ হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উর্ধ্ব জগতে আরোহণ করা।

103

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা‘বার হাতিমে শুয়েছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল ‘আলাইহিস সালাম তাঁকে জাগিয়ে বুরাক নাম বাহনের মাধ্যমে বায়তুল মাকদাসে নিয়ে যান এবং সেখানে তিনি সমস্ত নবীর ইমাম হয়ে সালাত পড়েন।

104 অতঃপর একটি সিঁড়ির
মাধ্যমে তিনি বায়তুল মাকদাস থেকে আসমানের দিকে উপরে উঠেন। প্রতিটি আসমানের দরজায় গেলে প্রহরারত ফেরেশতা তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। প্রতিটি আসমানেই তিনি আগের নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

105 অতঃপর সিদরাতুল
মুনতাহায় পৌঁছেন। সেখানে বায়তুল মা‘মুরের কাছে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-কে দেখতে 103 নুরুল ইয়াকীন, পৃ. ৬৯।
104 হামেদ মাহমুদ লিমুদ, মুনতাকান নুকুল (মাক্বাতুল মুকাররামাহ: রাবেতা আ’লাম আল ইসলামী, তা. বি), পৃ. ২১৮।
105 আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৩৮।
78

পান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখতে পান। সে সময় মহান আল্লাহ তাঁর উম্মতের উপর ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন। পরে তা হ্রাস করে মহান আল্লাহ ৫ ওয়াক্তে পরিণত করেছেন।

106 অতঃপর কুরাইশদের মাঝে এ
সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে তারা ঠাট্টা ও উপহাসের সাথে সেটাতে মিথ্যারোপ করল। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটাকে নির্দ্বিধায় সত্য বলে বিশ্বাস করেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ‘সিদ্দীক’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

‘আকাবার শপথ:

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্ব যাত্রীদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন। এ সময় মদীনার আউস ও খাযরাজ বংশদ্বয় তাদের মধ্যকার দ্ব্ন্দ্ব নিরসনের জন্য রাসূলর মত একজন যোগ্য নেতার খোঁজ

106 ইবন আব্দুল ওয়াহ্হাব, মুখতাসারু সীরাতুল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল মামলাকাতুল আরাবীয়া; আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৬/১৩৭৫, পৃ. ৪৫।
79

করছিল। ৬ জন খাজরাযীয় ৬২০ খৃ. মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, এক আল্লাহর ইবাদত ছাড়া তারা আর মুর্তি পূজার ধারেও যাবেন না কিংবা অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করবে না।

107 কোনো কোনো
ঐতিহাসিকের মতে তাঁরা ছিলেন ৭ জন। তাঁরা হলেন মু‘আয ইবনুল হারেস, যাকওয়ান ইবন আবদিল কাইস, উবাদা ইবন সামিত, ইয়াযিদ ইবন সা‘লাবা, আব্বাস ইবন উবাদা, আবুল হাইসাম ও উ‘আইম ইবন সা‘য়েদাহ। ইতিহাসে এটাই আকাবার প্রথম শপথ নামে পরিচিত।

108

পরের বছর হজ্ব মৌসুমে ইয়াসরিব থেকে
১০ জন খাযরাজ এবং দুজন আউস গোত্রের লোক মক্কায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তারা ইসলামের অনুসারী থাকবে এবং এর জন্য জানপ্রাণে যুদ্ধ করবে। আর এটিই আকাবার দ্বিতীয় শপথ নামে পরিচিত।

109

107আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৪৩।
108 মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ, পৃ. ১৪৮।
109 আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭০।
80

[redacted]

[redacted]

ফেললেন। এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় বসে রইলেন। এটাই ইসলামের ইতিহাসে আকাবার দ্বিতীয় শপথ নামে পরিচিত।

110

মদীনায় হিজরত:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করবেন এ সংবাদ মক্কায় প্রকাশ পেলে মক্কাবাসী তাঁর উপর নানাবিধ অত্যাচার শুরু করল। এমনকি তারা তাঁকে হত্যার প্ররোচনাতেও নেচে উঠল। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যার পাপময়, ঘৃণ্য ও জঘন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো তখন জিবরাঈল ‘আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহর তরফ থেকে ষড়যন্ত্রের কথা জানালেন। তিনি বললেন, আপনার প্রভু আপনাকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

আপনি এ যাবত যে শয্যায় শয়ন করেছেন আজ রাত্রে সে শয্যায় শয়ন করবেন না। এ কথার

110 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, পৃ. ১৪৮-১৫০; নুরুল ইয়াকীন, পৃ. ৭৬-৭৭।
82

মাধ্যমে হিজরত করার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হল।

হিজরত সংক্রান্ত ওহী নাযিল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক দুপুরে আবু বকরের ঘরে তশরীফ নিয়ে আসলেন। উদ্দেশ্য ছিল হিজরতের সময় ও পন্থা প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা। আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আমরা আব্বার বাড়িতে ঠিক দুপুরে বসেছিলাম। জনৈক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা ঢেকে আগমণ করেছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি এ সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য এসেছেন?

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে আসার অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হলো এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হিজরত করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। অতঃপর হিজরতের সময় সূচী নির্ধারণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং রাতের আগমণের জন্য প্রতীক্ষায় রইলেন।[111]

এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন পাপিষ্ঠরা তাঁকে মারার জন্য দারুন নদওয়াতে বৈঠক আহ্বান করল। এ সময় ইবলিশ নাজদের এক শায়খের রূপ ধরে সেখানে আগমন করল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মারার জন্য পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করল।[112] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذۡ يَمۡكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثۡبِتُوكَ أَوۡ يَقۡتُلُوكَ أَوۡ يُخۡرِجُوكَۚ وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٣٠ ﴾ [الانفال: ٣٠]

“আর ঐ সময়কে স্মরণ কর যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল এ জন্য যে,

---

[111] আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৬০।

[112] নুরুল ইয়াকীন, পৃ. ৭৮-৭৯।

84

তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা বিতাড়িত করবে। আর তারা নিজেদের তদ্বির করছিল এবং আল্লাহ আপন তদ্বির করছিলেন, আর আল্লাহ হচ্ছেন উত্তম তদ্বিরকারী।

113

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওনা হলেন। এদিকে কাফিররা তাঁকে ধরার জন্য পিছে ধাওয়া করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে সওর গুহায় আশ্রয় নিলেন। এদিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম আমের ইবন ফুহায়রা পর্বতের ময়দানে ছাগল চরাতো এবং যখন রাত্রির এক অংশ চলে যেত তখন সে ছাগল নিয়ে গারে সওরের নিকট যেত এবং আত্মগোপনকারী নবী ও তাঁর সাথীকে দুধ পান করাতো। পরপর তিন রাতই সে এরূপ করল। অধিকন্তু আব্দুল্লাহ ইবন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পদচিহ্নগুলো মিশিয়ে যেতো।

114

113 সূরা আল আনফাল, আয়াত ৩০।
114 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, পৃ. ১৫৫।
85

এদিকে কাফিররা তাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে গুহার মুখে এসে উপস্থিত হলো। এ সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, তারা সংখ্যায় অনেক, আমরা মাত্র দুজন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা তিনজন। আমাদের সাথে আল্লাহও আছেন

115। অবশেষে তারা
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীকে না পেয়ে প্রত্যাবর্তন করল।

116

এরপর গুহা থেকে বের হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনার দিকে হাঁটা শুরু করলেন। প্রথম কুবায় পৌঁছলেন, তারপর পথিমধ্যে জুম‘আর নামায শেষে তাঁরা মদীনায় প্রবেশ করলেন। ঐ দিন থেকেই মদীনাবাসী ইয়াসরিব নাম পরিবর্তন করে মদীনাতুন্নবী নামে অভিহিত করেন ।

117 এ দিনটি ছিল ৬২২
খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর। এ দিবসের

115 এ সাথে থাকার অর্থ, আল্লাহর সামনে থাকা, তাঁর হেফাযতে থাকা। এর অর্থ কখনই নয় যে, আল্লাহ কারও গায়ের সাথে লেগে আছে, বা সৃষ্টির ভিতরে আছেন। কারণ আল্লাহ আরশের উপর আছেন। [সম্পাদক]
116 আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৬৬।
117 প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।
86

মাধ্যমেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কার জীবনের অবসান ঘটল এবং শুরু হল মদীনার জীবন।

87